BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access, Peer-Reviewed International journal)

Doi number: 12.2023-27857814

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 1 | Issue: 1 | Dec 2023 | e-ISSN: 2584-1890

একবিংশ শতকে নারীশিক্ষার সমস্যা ও উত্তরণঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

শুভম দাস

অধ্যাপক সুন্দরবন আশুতোষ বি.এড. কলেজ ফর উইমেন

E-Mail Id : sdmath2012@gmail.com

Abstract :

একবিংশ শতকে নারীদের শিক্ষা নিয়ে এখনো বিশেষ কিছু সমস্যা থেকে গেছে। সমস্যাগুলিকে খুঁজে দেখা এবং সেখান থেকে উত্তরণের পথ বের করা, ছেলে ও মেয়ে সবাইকে শিক্ষার মূল স্রোতে নিয়ে আসার এক প্রয়াস এই কাজের মধ্যে রয়েছে। বর্তমান সময় বিশ্বয়নের যুগ। মানুষ তার অধিকার অর্জন করার আশায় মত্ত। সমাজে মূল শক্তি হল নারী শক্তি। শিক্ষা অর্জন বা শিক্ষার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে। নারী-পুরুষ উভয় সম্প্রদায় এই অধিকারের দাবি রাখে। সময়ের ধারা পথে নারী ক্রমশ তার শিক্ষা অর্জনের জন্য বিবর্তনের ধারা পথে আবর্তিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত তার শিক্ষা গ্রহণের নানান পন্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের ফলে সমাজে যে যুক্তিবাদী ইন্ধন কাজ করছিল মানুষের মনে সেখান থেকেই নারীবাদ নামক এক মহিমার জন্ম। রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত ব্যক্তিত্বরা নারী স্বাধীনতার যে মহান কর্মপন্থা সৃজন করেছিলেন সেখান থেকেই নারী শিক্ষা অধিকার নামক 'অধিকার বার্তার' জন্ম। পরবর্তীকালে মুদালিয়ার কমিশন, কোঠারি কমিশ, হংসমেহেতা কমিটি নারীদের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করতে সচেতন বার্তা দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য একবিংশ শতকে সেই নারীদের শিক্ষা বিষয়ে নানান বাধা প্রতিবন্ধকতার রাস্তা শুচিত হয়। শিক্ষার অধিকার সার্বজনীন সেখানে পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে নারী সমাজ। মেয়েদের প্রতি অবমাননা বা তাদের শিক্ষা নিয়ে যে অবহেলা, অভিভাবকরা যেভাবে নিম্নমানসিকতা পোষণ করে সেখানে সরকার কর্তৃক নানান পদক্ষেপ মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে। তাই সামাজিক শিক্ষার বিতরণ এবং পরিবার তন্ত্রের মধ্যে অধিকারের সার্বজনীনতা যদি সকল সদস্যদের সমান থাকে তবে নারীদের শিক্ষার বিতরণ সর্বাঙ্গীন।

সূচক শব্দ অধিকার, বর্বরতা, শিক্ষা কমিশন, নবজাগরণ সম্প্রদায়।

প্রস্তাবনাঃ

কবিগুরুর ভাষায়- "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা"।

সামাজিক উন্নয়ন ও বিশ্বায়নের ধুন্ধুমার হিড়িকে মানুষ যেখানে মত্ত সেখানে নারীদের অধিকার বোধ ও স্বাধীন চিন্তাভাবনার একক প্রয়াস শুচিত হবে শিক্ষা চিন্তার নবনব সম্ভাবনায়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ এক এবং অদ্বিতীয়ম্ বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সে সদা বিবেচিত ফলোতো সে বেঁচে থেকে কিছু চিহ্ন রেখে যেতে চায়। সত্যম শিবম্ সুন্দরম এই সারস্বত সত্যকে শিরোধার্য করে মানুষ সারাজীবন বেঁচে থাকার অভিন্সিত ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি শিক্ষা চিন্তা মানুষের চলার পথকে করেছে সুগম। সমাজে মহিলারাই তাদের শিশুদের সুন্দরভাবে প্রতিপালিত করে। আর শিশুর প্রথম শিক্ষক হলেন তার জন্মদাত্রী মা। তাই মায়ের শিক্ষার যে নৈতিক অধিকার তাকে সমানতালে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে উপনিষদের যুগে ব্রহ্মচিন্তা সম্পর্কিত আলোচনার অংশে নারীরা সেভাবে ভূপতিত নয়। মধ্যযুগে পর্দা প্রথার আড়ালে উচ্চবিত্ত হিন্দু মুসলমান সকল পরিবারের নারী সমাজে শিক্ষা অর্জন করেছে। নবতম প্রয়াসে মিশনারী যুগে স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নারী বিদ্যালয়ে অবস্থানও করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় শিক্ষা বিস্তারের জোয়ারে নারী শিক্ষার তৎপরতা দয়ার সাগরে। স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন নারীদের শিক্ষার বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেছে। ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে ১৪, ১৫ এবং ১৬ নম্বর ধারায় শিক্ষার সমাধিকারের কথা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সামাজিক কৌলিন্যতা ও দারিদ্রতা আজ নারী শিক্ষার অগ্রগতির পথে বাধা হচ্ছে। মানুষের মানসিক উন্নয়ন, কন্যা সন্তানদের প্রতি সমভাবাপন্ন মনন পারে মেয়েদেরকে শিক্ষার মূল স্রোতে ফেরাতে।

Statement of the Problem :

একবিংশ শতকে নারী সমাজ শিক্ষার অধিকার থেকে অনেকাংশেই বিচ্যুত। নানাবিধ সমস্যা যা কোন এককেন্দ্রিক নয়, শতধা পরিস্থিতি নারী সমাজকে শিক্ষা জগৎ থেকে পিছিয়ে দিচ্ছে। মেয়েদের নিজের সচেতনতা ও আত্মস্বৃদ্ধি এবং সরকারি নানান প্রকল্প থেকে সাহায্যের কারনে তারা শিক্ষার জগতে ক্রম উন্নয়নমুখী হচ্ছে।

Objective of The Study

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব বিধাতার দ্বারা পরিচালিত হলেও জগতে নারী শক্তি পারে শক্তিশালী সমাজ গড়তে সুতরাং নারীদের শিক্ষার বিশেষ কতগুলি উদ্দেশ্য থেকেই যায়।-

সমাজে নারীদের মধ্যে যদি নিজ সচেতনতা, শ্রীবৃদ্ধি ও আত্মশুদ্ধির দ্বারা আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে হয় তাহলে প্রয়োজন তার শিক্ষা। নিজ জীবন সম্পর্কে সঠিক ধারণা, পরবর্তী স্তরে সুখী গৃহকোণের স্থপতি হওয়ার এক বিশেষ আঁধার এই শিক্ষা। সমাজে পুরুষের ন্যায় নারীদেরও বিশেষ ভূমিকা থাকে। সঠিক পথে ভাবনাকে পরিচালিত করতে গেলে তার শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। নিজে অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করে ঠিক তার পাশাপাশি নারীর

সমাজের নিরক্ষরতার দূর করে পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হতে তা শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। লজ্জা ও ভয় ত্যাগ করে সামাজিক অনুসন্ধানে পুরুষের মতো নিজের অধিকারের সমতা বিধান করতে পারে তার শিক্ষার দ্বারা। অফিসে নিজ কাজের সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং সুযোগ যাতে সমানভাবে পায় সেই জন্য নারী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।

Signification of The Study :

সমাজের মূল স্রোতে নারী সমাজের যে গুরুত্ব তা বোঝানো। মানবিক মূল্যবোধ নয় ব্যক্তির নৈতিক চেতনা ও ভাবাবেগ যে নারী সমাজের মূল্য তা জানানো। সমস্যার মর্মমূলে প্রবেশ করে সমাধানের বার্তা পাঠকের

সামনে দিয়ে যাওয়া। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা বোধে জনমানুষের মহত্বতা তা নারী সমাজের মধ্যে কতখানি প্রতিফলিত খুঁজে দেখা। সামাজিক সমস্যা ও ব্যাক্তিগত চিন্তা এই দুইয়ের মধ্যে সমতা বিধান করা। নারী সমাজের আকাঙ্ক্ষা ও সমকালীন সময়ে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার যে প্রতিবন্ধকতা তা খুঁজে দেখা। একাধিক নীতি ও সুযোগ সুবিধার মধ্যে নারী সমাজ যেভাবে বিচ্ছুত তাহা বিচার্য বিষয়।

নারী শিক্ষার বিবর্তন :-

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বৈদিক সমাজে নারীদের স্থান ছিল অতি উচ্চে। নারীদের বেদ পাঠে অধিকার ছিল তারা যাগযজ্ঞে অংশগ্রহণ করত, গুরুগৃহে বসবাস করে বেদ অধ্যয়ন করতে পারত, বৈদিক যুগে অনেক নারী-মন্ত্রক দ্রষ্টা ও ছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায় বিশ্ববারা, ঘোষা, লোপামুদ্রা, অপালা প্রমুখ। মহাকাব্যের যুগেও নারীদের শিক্ষা ও জ্ঞানকে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হত। রামায়ণের কৌশল্যা ও তারাকে মন্ত্রবিদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মহাভারতের দ্রৌপ্রদিকে মন্দ্রিতা বলা হয়েছে। উপনিষদে উল্লেখ আছে নারীগন ব্রাহ্ম সম্পর্কীয় আলোচনায় বা বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন। এইটুকু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বৈদিক যুগের সূচনাকাল থেকে মহাকাব্যের কাল পর্যন্ত নারীদের অধিকারের তেমন ব্যাঘাত ঘটেনি। বিশেষত সূত্রযুগে রক্ষণশীলতার কারণে মেয়েদের স্বাধীনতা অনেকাংশেই লুপ্ত হয়। একাধিক কারণে শিক্ষার জগত থেকে নারীরা বঞ্চিত হয়। মনুসংহিতায় উল্লেখিত বিধান আছে, নারীরা বাল্যে পিতা যৌবনে পতি ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকবে। এখান থেকে বোঝাই যায় নারী স্বাধীনতা অনেকাংশই খর্ব করা হয়েছে।

বৌদ্ধ যুগে প্রথমদিকে নারীর স্থান ছিল গৌণ। গৌতমী ও প্রিয় শিষ্য আনন্দের আগ্রহের বৌদ্ধ শিক্ষায় নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়। মধ্যযুগের মুসলিম রাজত্বে পর্দা প্রথা চালু হওয়ার কারণে মুসলিম নারীরা গতানুগতিক বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যত্র দেখা যায় হিন্দুরা জাত, ধর্ম নষ্ট হওয়ার ভয়ে নারীদের গৃহ পরিবেশে সংরক্ষণ করতে বাধ্য হত। দেশের সাধারণ অবস্থা নারী শিক্ষার বিষয়ে মোটেই ভালো ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নারী শিক্ষা বিষয়ে নতুন দিগন্ত শুরু হয় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ট চুঁচুড়ায় মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য একটি স্কুল তৈরি করেন। পরের বছর উইলিয়াম কেরি শ্রীরামপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে মেয়েদের জন্য Female

Published By: www.bijmrd.com ll All rights reserved. © 2023
BIJMRD Volume: 1 | Issue: 1 | Dec 2023 | e-ISSN: 2584-1890

juvenile society স্থাপিত হয়। মিশনারীদের উদ্যোগে ইংল্যান্ড থেকে কুককে নিয়ে আসা হয় নারী শিক্ষা পরিচালনার জন্য ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কুক প্রতিষ্ঠা করেন ২৪ টি বিদ্যালয়। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে ভারত পথিক রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি রোধ হয় যা নারী শিক্ষার সহায়ক। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আইনের ঐতিহ্যবাহী ভাবনা আর রামমোহন রায়ের মিশনারীদের সহযোগিতায় নারী শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা পালন করেন নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে। রাধাকান্ত দেব শোভাবাজারে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় ৩৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তী স্তরে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে জোরদার হয়, এক কথায় নারী স্বাধীনতার মূলেই রয়েছে নারী শিক্ষা।

-:একাধিক কমিশনের পদক্ষেপ :-

স্বাধীন ভারতের নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ নজর দেন সংবিধানের উল্লেখ আছে সবার জন্য শিক্ষা সমানাধিকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকারের দ্বারা বিবেচিত হবে। ফলে নারীদের শিক্ষার আওতায় আনতে হবে সেটাই বিচার্য বিষয়। স্বাধীনতা উত্তর পর্বে নারী শিক্ষার অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করতে একাধিক কমিশন বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন।

রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৯৪৯ খ্রীঃ):-

শিক্ষা কর্মসূচিতে যাতে নারীরা যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজে নাগরিক হিসাবে নারীরা যাতে মর্যাদা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নারী-পুরুষ শিক্ষার মধ্যে কতগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও মেয়েদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে।

মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ) :-

ছেলে ও মেয়েদের একই প্রকার শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন এই কথা বলা হয় সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বালিকা বিদ্যালয়ের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। পাঠ্যসূচিতে মেয়েদের জন্য সংগীত, নিত্য, কলা ইত্যাদি বিষয়ে অনুমোদন করার কথা বলা হয়।

স্ত্রীশিক্ষায় জাতীয় কমিটি (১৯৫৮ খ্রীঃ) :-

১৯৫৯ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে এই কমিটি যে বিবরণ পেশ করেন তাতে বলা হয় মেয়েদের শিক্ষার জন্য আরও বেশি অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গুরু মা নিয়োগ করতে হবে। যেখানে শিক্ষিকা নেই আংশিক সময়ের জন্য মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে। ছাত্রী নিবাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

হংস মেহতা কমিটি (১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে) :-

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বলা হয় ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর উইমেন্স এডুকেশন এর নির্দেশে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের পরামর্শক্রমে হংস মেহেতার সভাপতিত্বে গঠিত হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল,

মহিলাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা পূরণে বর্তমান পাঠক্রম কতখানি কার্যকরী তা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা খতিয়ে দেখা।

নারী শিক্ষার বর্তমান সমস্যা:-

সুতরাং নারীদের শিক্ষা নিয়ে একাধিক কমিশন নানান মতামত প্রকাশ করেছেন। ইতিহাসের ধারা পথে নারী স্বাধীনতা ক্রমান্বয়ে ওঠা নামাও করেছে। আজকের সময় দাঁড়িয়ে নারীদের শিক্ষা নিয়ে মানুষ একাধিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। বিশেষ পরিস্থিতি কেন্দ্রিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার গতি কিছুটা হলেও মন্থর হয়েছে। গ্রাম দিয়েই শহর ঘেরা শহরের ঘেরাটোপে মানুষ আবর্তিত হলেও উৎস স্থলই গ্রাম। গ্রাম্য জীবনের পরিস্থিতি নারী শিক্ষার অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করেছে। মোটকথা নারীদের শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা মানুষের মননজাত পরিস্থিতিই অনেকাংশেই দায়ী।

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষদের সমান অধিকার এই কথা আজ ফলপ্রসু হয়নি। প্রয়োজন অনুসারে আঞ্চলিক দূরত্ব বিচার করে মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন কারা সম্ভব হয়নি। অনেক অভিভাবক চান যে মেয়েরা পৃথক বিদ্যালয়ে পাঠদান করুক।

অধিকাংশ অভিভাবকের মানসিকতা কন্যা সন্তানদের থেকে পুত্র সন্তানের শিক্ষার বিষয় অনেক তৎপর। মেয়ে মানেই গৃহকর্ম ও সংসার গড়ার মূল ভিত। বিশেষত মেয়েদের বিয়ের পর আর পাঠ গ্রহণে অংশ নেওয়ার কোন সুযোগ থাকা উচিত নয়, এই বক্তব্য উপজাতি সম্প্রদায়দের জন্য বিশেষভাবে ঘটে।

বর্তমান সময়ে শিক্ষার মূল ভিত যে পাঠ্যক্রম সেই পাঠ্যক্রমে মেয়েদের ও ছেলেদের উভয়কেই পাঠ গ্রহণ করতে হয়। ফলত পরবর্তী জীবনে এই পাঠ্যক্রম মেয়েদের ক্ষেত্রে তেমন কার্যকরি হয়নি।

পরিবারের আর্থিক অনটন, রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারের দ্বারা আবদ্ধ থাকার কারণে নারীদের শিক্ষার পথ আজ বন্ধুর।

মধ্যযুগীয় বর্বরতার দ্বারা গ্রাম্য জীবনের অনেক বয়স্ক ব্যক্তিরা আবদ্ধ। যাদের কথাই পরিবারের শেষ কথা। তাদের অনৈতিক কথা ও আচরণের জন্য বাড়ির কন্যা সন্তানরা আজ শিক্ষা জগত থেকে অনেক দূরে।

বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে অনেক আইন তৈরি হলেও এখনো অনেক পরিবারের মধ্যে মেয়েদের প্রাপ্ত বয়স হওয়ার আগেই বিবাহ দিয়ে দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ফলে তাদের আর শিক্ষা অর্জন করার মত পরিস্থিতি থাকে না।

সামাজিক নিরাপত্তার অভাব হেতু পরিবারের সদস্যরা মেয়েদের শিক্ষা অর্জনের জন্য সেই ভাবে দূরান্তে পাঠাতে চায় না কন্যা সন্তানদের।

প্রতিকার-

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার সৃজি আছে নারী, অর্ধেক তার নর"

কবি নজরুল ইসলামের উক্ত কথাকে মাথায় রেখে নারী শিক্ষার বর্তমান সমস্যাকে দূরীকরণের বিষয়ে তৎপর হওয়া উচিত। শিক্ষার অধিকার সবার। ছেলে মেয়ে যাই সন্তান হোক না কেন সমাজে শিশুর আপন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে প্রয়োজন শিক্ষার আঙিনায় সবাইকে নিয়ে আসা। কর্মজগৎ, শিক্ষা গ্রহণের পথ, পারিবারিক পরিমণ্ডল সকল ক্ষেত্রে নবতম সংস্করণ করা প্রয়োজন। -

মানুষের মধ্যে যে কুসংস্কার আচ্ছন্ন মনন তা দূরীকরণ প্রথম প্রয়োজন। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য মায়েদের অবদান প্রথম। মা যদি নিরক্ষরতায় থাকে তাহলে শিশু সেই নিরক্ষরতার অন্ধকারে পতিত হবেই। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইনের উপর যদি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে হয়তো মেয়েদের আমরা শিক্ষার মূল স্রোতে নিয়ে আসতে পারবো।

মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন, আবাসিক ভাবে রাখার জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা দরকার। পাশাপাশি যারা সংসার জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকেও সাংসারিক কাজকর্মের ফাঁকে যাতে বিদ্যালয়ে পাঠে অংশ নিতে পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যে সকল অভিভাবকরা কন্যাদের নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকেন সেই কারণ হেতু বিদ্যালয়গুলিতে গুরু মা (School Mother) এর ব্যবস্থা করা যায় তাহলে হয়তো ছাত্রীরা আরও বিদ্যালয়ের মুখে হবে। আর্থিক দিক দিয়ে যারা পিছিয়ে পড়ছে তাদের জন্য বিশেষ কাজের সুযোগ করে দেওয়া, তার সঙ্গে উক্ত অভিভাবকদের বোঝানোর জন্য (Village Communiti) নামক ব্যবস্থাপনা রাখা দরকার। যারা বাড়িতে গিয়ে মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে কথা বলবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্তৃক যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে সেগুলিকে আরও তৎপর হতে হবে। নারীদের শিক্ষার যে পাঠক্রম হবে সেখানে মাতৃত্বের বিকাশ সম্বন্ধীয় কিছু Content থাকা দরকার। বিশেষত উক্ত দিকগুলিকে থেকে মেয়েরা পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার প্রতি আরো সচেতন হবেন।

<u>সরকারি পদক্ষেপ :-</u>

সমকালীন পরিস্থিতিতে নারী স্বাধীনতার যে অভাব সেখান থেকেই কি নারী শিক্ষার পথের রাস্তা কুণ্ঠিত? এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের হতেই হয়। নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য ভারতবর্ষে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। একাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ফলে নারীদের কিছুটা হলেও সাবলম্বী হতে সহায়ক করছে উক্ত প্রকল্প। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য (STEP) যেখানে Training Come Production Centre খোলার ব্যবস্থা থাকে। এই ধরনের কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক দিক থেকে মেয়েদেরকে স্বনির্ভরশীল করা। বর্তমানে

বাম সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে এই স্বনির্ভরশীল গোষ্ঠীর পথ দেখা গিয়েছে। আজ ২০২৩ সালে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প তৈরি হয়েছে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর মত দিগগুলি তাদের কিছুটা হলেও অধিকার অর্জন করার মত পরিস্থিতি তৈরি করে দেয়। ২০০৭ সালে এর মধ্যে যে Education for All এই নীতি ঘোষিত হয় তাকে বাস্তবায়নের জন্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। সর্বশিক্ষা অভিযানের মধ্যে যে সকল মেয়েরা শিক্ষার আওতায় আসেনি তাদের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করতে হবে। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য বৃত্তিমুখী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দারিদ্র সীমারেখার নিচে রয়েছে যে মেয়েরা তাদের জন্য আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করা হয়। এমনকি যেসব পরিবার দারিদ্রতার নিচে বসবাস করছে সেই পরিবার থেকে ৭০ শতাংশ নারীকে পাওয়া যায়। তাই এদের মধ্যে শিক্ষার নবতম জোয়ার তৈরি করতেই স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ, জগদীশ চন্দ্র বোস স্কলারশিপ, মাইনরিটি স্কলারশিপ ও মহিলা সংঘের মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পদক্ষেপ। সমকালীন পরিমণ্ডলে ভারত সরকারের Beti Bachao Beti Padhao Scheme, Dhanalaxmi Scheme, Rajib Gandhi National Fellowship Scheme, Sakshar Bharat Missan for Female Literacy প্রভৃতি পদক্ষেপ গুলি মেয়েদের শিক্ষার স্রোতে পরিচালিত করতে অনেক সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

<u>উপসংহার :-</u>

পরিশেষে বলতে হয় বর্তমান নারী শিক্ষার পথে যে সব বাধা তাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য বর্তমান পরিস্থিতি অনেকটাই সচেতন। নারীদের জীবন চার দেয়ালের মধ্যেই সীমায়িত নয়। যেখানে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি কিংবা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সেখানে প্রত্যেক নারীর কাছে উক্ত ব্যক্তিত্বরা প্রেরণা। নিরক্ষরতা দূরীকরণ পদক্ষেপ, সর্বশিক্ষা অভিযান, বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন, শিক্ষার অধিকার মৌলিক উক্ত পদক্ষেপ গুলি নারী সমাজকে আংশিক হলেও এগিয়ে দিচ্ছে। নবজাগরণের ভাবাদর্শে উদ্‌বুদ্ধ নারী সমাজ উনবিংশ শতকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ ও অধিকার কায়েম করার জন্য যেভাবে সতত প্রয়াসী তা একবিংশ শতকে এসে অনেকটাই ফলপ্রসু। অধিকারের সমতা বিধান হয়তো এখনো ১০০ শতাংশ ভরপুর নয় তবে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভের মত কিছু পাওনা আজও নারী সমাজ পাচ্ছে। ফলশ্রুতি হিসাবে বলতে পারি সন্তানদের মার্কসিটে মায়ের নাম স্থান পাওয়া। সুতরাং নিজেও অধিকারের প্রভুত্ব যেভাবে প্রবাহিত সেখানে নারীদের শিক্ষা অনেকটাই গতিশীল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তৎপরতায় মহিলাদের জন্য সকল ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণ থাকার ব্যবস্থা এক অনন্য প্রয়াস। শিশুকন্যার ভ্রুণ হত্যার বিরুদ্ধে আইনি কড়া ব্যবস্থা কিংবা মহিলাদের জন্য সুবিচারের সম্পর্কিত আইন আজ নারী সমাজকে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। শিক্ষার গতিপথে নারী সমাজের স্রোতধারা অনেকটাই প্রবাহমান, কেবলমাত্র সৌখিন জীবন যাপন নয় সময়ের ধারা পথে একটু একটু করে শিক্ষার গতিপথে নারীরা মহিরুহ হতে পেরেছে এ কথা মানতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি নির্দেশাবলী

ভক্তা ভক্তিভূষণ, ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা, অ-আ-ক-খ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫

চট্টোপাধ্যায় ডঃ শরৎ, ভারতীয় শিক্ষা তত্ত্বের রূপায়ণ, নিউবুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৩ রায় সুশীল, ভারতের শিক্ষা ও শিক্ষার ভারতায়ন, সোমাবুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০১

দাস গৌর, শিক্ষণ প্রসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, ব্যানার্জি পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৪

ঠাকুর ডঃ দিলীপ কুমার, হক শেখ হামিদুল, আধুনিক ভারতের শিক্ষার ধারা, রীতা পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০৯

ইসলাম দঃ নুরুল, ভারতীয় শিক্ষা ইতিহাসে রূপরেখা, শ্রীধর প্রকাশনী কলকাতা, ২০১৭

Citation : দাস. শু. (২০২৩); (2023) "একবিংশ শতকে নারীশিক্ষার সমস্যা ও উত্তরণঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা" Bharati International Journal Of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD), Vol-1, Issue-1 Dec-2023.